DEC. 06 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

ছাত্ররাজনীতি ও হরতাল প্রশ্ন

একই দিনে সংসদে বক্তব্য দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের এবং বিএনপির মহাসচিব ও মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া হরতাল নিষিদ্ধ করার কথা বলায় নানামুখী বিতর্ক শুরু হয়েছে। এমন এক সময়ে সরকারের ও সরকারি দলের দুই শীর্ষ ব্যক্তি এমন বক্তব্য দিয়েছেন যে তা বিশেষভাবে গুরুত্ববহ বলেই আমাদের কাছে মনে হয়েছে।

বর্তমান যুগে বিশেষত গত তিন দশকে ছাত্ররাজনীতি ব্যাপকভাবে অস্ত্র ও সন্ত্রাসনির্ভর হয়ে পড়েছে। অতীতের উচ্চ আদর্শবোধ ও প্রগতিশীলতা বিদায় নিয়েছে। বিশেষ করে সত্তরের দশকে রাজনৈতিক দল ও তার ছাত্র সংগঠনের সম্পর্ক প্রকাশ্যে ঘোষণার নিয়ম করার ফলে ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ক্যাডারভিত্তিক লেজুড় দলে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান ধারার এই ছাত্ররাজনীতি যে দেশের কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে না এবং এর অবসান হওয়াটাই বরং মঙ্গলজনক হবে, এ ব্যাপারে সবাই একমত হবেন বলেই আমাদের মনে হয়। আমরা অতীতেও সম্পাদকীয় কলামে লিখেছি যে আমরা বর্তমান ধারার ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে। আমাদের মতে ছাত্রদের ১৮ বছর বয়স হওয়ার পর তারা সরাসরি পছন্দ মতো দলের রাজনীতি করুক, কিন্তু সে রাজনৈতিক তৎপরতা হতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে। ক্যাম্পাসের ভেতরে শুধু একাডেমিক কার্যক্রম চলবে, রাজনীতি নয়। ক্যাম্পাসের ভেতরে ছাত্রদের সংগঠন থাকতে পারে তবে তা হবে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্ররাজনীতি বন্ধের যে কথা বলেছেন, তাতে অবশ্য সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার কথা নেই। তবে আমাদের অবস্থান বর্তমানের কলুষিত ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধে হলেও এভাবে আইন করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে আমাদের দ্বিমত আছে। বর্তমানে সংসদে বিরোধী দল নেই। তা ছাড়া আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমনই যে কোনো বিষয়ে দুটি প্রধান দল একমত হয় না। এক দল যা করবে অন্য দল নির্বিচারে তার বিরোধিতা করবে। এ পরিবেশে আইন করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার চেষ্টা হলে তাকে একটা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার মনে হবে এবং বিরোধিতাও হবে। তাই ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার আগে সকল দলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরি। এজন্য সকল দলের মধ্যে সংলাপ, মতবিনিময়, সংসদীয় আলোচনা প্রয়োজন। সেটা সম্ভব হলে হয়তো কোনো কঠোর আইন না করেও ছাত্ররাজনীতিকে কলুষমুক্ত করার পথ বেরিয়ে আসবে।

হরতাল নিষিদ্ধ করার ব্যাপারেও একই কথা। হরতাল ডাকা গণতান্ত্রিক অধিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার হলেও যুক্তিহীন অতিব্যবহারে এটি এখন জনগণের বিরক্তি, দুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বহুবার সকল দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি হরতালের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য। কিন্তু সে আবেদন ক্ষুদ্র স্বার্থপরায়ণ নেতারা কানে তোলেন না। তবুও হরতালের বিপক্ষে হলেও আমরা আইন করে হরতাল নিষিদ্ধ করাটা সঠিক হবে বলে মনে করি না। হরতালের অবসান ঘটানোর জন্য সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্যই যথেষ্ট। আইন করে হরতাল বা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার মতো একটা চাপিয়ে দেওয়া পন্থা না নিয়ে বরং সরকারের উচিত হবে বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করা এবং তারপর সকল দলকে নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে এসব প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করা।

আইন করে হরতাল বা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার মতো একটা চাপিয়ে দেওয়া পন্থা না নিয়ে বরং সরকারের উচিত হবে বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করা এবং তারপর সকল দলকে নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে এসব প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করা।